بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআ'র খুতবায় মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের ধারাবাহিকতায় তায়েফের যুদ্ধাভিযান সংক্রান্ত ঘটনাবলী, অবরোধ প্রত্যাহার এবং হুনায়েনের যুদ্ধের মালে গণিমত বণ্টনের বিবরণ তুলে ধরেন।

তাশাহ্হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, গত কয়েকটি খুতবায় তায়েফের যুদ্ধের কথা আলোচনা হচ্ছিল। সে সময় একজন সাহাবী তায়েফবাসীর সাথে আলোচনার জন্য গেলে তায়েফবাসী প্রথমে তাঁকে কিছু করবে না বলে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয় কিন্তু তিনি দুর্গের কাছে পৌঁছলে তারা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং সেই সাহাবীকে শহীদ করে। মহানবী (সা.) এরপরও শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা অব্যাহত রাখেন এবং আলোচনা চালিয়ে নেয়ার জন্য হযরত হানযালা (রা.)-কে প্রেরণ করেন। তায়েফবাসী তাঁর ওপরও আক্রমণ করলে মহানবী (সা.) বলেন, কে আছে যে হানযালাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবে? তখন হযরত আব্বাস (রা.) এগিয়ে যান এবং হযরত হানযালা (রা.)-কে আক্রমণকারীদের হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন।

তায়েফবাসী ও কুরাইশে মধ্যে দীর্ঘদিনের সুসম্পর্ক থাকার কারণে সন্ধি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে হযরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারব (রা.) এবং হযরত মুগীরা ইবনে শুবা (রা.) দুর্গের ভেতরে প্রবেশ করেন এবং তারাও ব্যর্থ হন। তবে দুর্গবাসীরা বলে, মুহাম্মদ (সা.)-কে বলুন, আল্লাহ্র খাতিরে তারা যেন বাগানগুলো ধ্বংস না করে। মহানবী (সা.) তাদের অনুরোধে বাগানগুলো ধ্বংস করার নির্দেশ প্রত্যাহার করে নেন। এটি মহানবী (সা.)-এর উত্তম চরিত্রের এক অনুপম দৃষ্টান্ত ছিল যে, তিনি (সা.) আল্লাহ্র নামে শপথ করার কারণে সেই নির্দেশ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন যা কিনা যুদ্ধের চিত্র সম্পূর্ণরূপে বদলে দিতে পারত। মহানবী (সা.) অবরোধের অবস্থার পরিপেক্ষিতে হযরত নওফেল ইবনে মুআবিয়া (রা.)-র সাথে পরামর্শ করলে তিনি (রা.) বলেন, এটি তো এমন যেন একটি শিয়াল নিজ গর্তে ঢুকে আছে। আমরা যদি এর সামনে দাঁড়িয়ে থাকি তাহলে একে ধরতে পারি আর যদি ছেড়ে দেই তাহলে আমাদের কোনো ক্ষতি করার শক্তি এর নেই। একথা শুনে তিনি (সা.) অবরোধ তুলে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এ প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, এটি বুঝা যায় যে, কেবল পরামর্শের ভিত্তিতেই নয় বরং আল্লাহ্র পক্ষ থেকেও কোনো বিশেষ নির্দেশ বা ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল নতুবা মহানবী (সা.)-এর যুদ্ধাভিযানে এটাই প্রথম ঘটনা ছিল যে, তিনি এত গুরুত্বপূর্ণ অভিযানকে বাহ্যত এভাবে অসম্পূর্ণ রেখে ফিরে যাচ্ছিলেন। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা.)-এর একটি স্বপ্নেরও উল্লেখ পাওয়া যায় যা তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-কে শুনিয়েছিলেন। মহানবী (সা.) বলেন, **আমি দেখি— আমার কাছে একটি পাত্রে মাখন আনা হয়, তারপর একটি মুরগি ঠোকর দিয়ে সেই পাত্রটি উল্টে ফেলে দেয়।** হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, **আমার ধারণা আপনি সাক্বীফ গোত্র থেকে যা লাভ করতে চান তা এবার অসম্ভব।** মহানবী (সা.)ও একথায় সম্মতি প্রদান করেন। যখন অবরোধ তুলে নেয়ার ঘোষণা

দেওয়া হয় তখন কিছু অতি উৎসাহী যুবকের প্রতিক্রিয়া এমন ছিল যে, আমরা বিজয় ছাড়াই কেন ফিরে যাচ্ছি? প্রথমে তারা হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)-র কাছে যায় যেন তারা মহানবী (সা.)-কে বিজয় না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধাভিযানের অবরোধ অব্যাহত রাখার অনুরোধ করেন। কিন্তু যখন তাঁরা উভয়ে এ বিষয়ে অসম্মতি জানায় তখন তারা নিজেরাই মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে নিবেদন করে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) আমরা লড়াই করব। তিনি (সা.) বলেন, ঠিক আছে, আগামীকাল সকালে লড়াই কোরো। পরের দিন সকালে তারা নিজেরা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া ছাড়া আর কিছুই অর্জন করতে পারে নি। ফলে মহানবী (সা.) বলেন, আগামীকাল সকালে আমরা ফিরে যাব। এতে সেসব যুবকও সন্তোষ প্রকাশ করে। তাদের মতের পরিবর্তন দেখে মহানবী (সা.)ও মুচকি হাসেন। মহানবী (সা.) যখন ফিরে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হন তখন তিনি (সা.) তায়েফবাসীর জন্য এ দোয়া করেন, **হে আল্লাহ্! তাদেরকে হিদায়াত দান করো এবং তাদের সরবরাহ ও রসদের মোকাবিলায় আমাদের জন্য তুমিই যথেষ্ট।** মহানবী (সা.)-এর আসল উদ্দেশ্য তো এটাই ছিল যে, পথভ্রষ্ট ব্যক্তিরা যেন আল্লাহ্ তা'লার পানে ফিরে আসে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর এ দোয়া এমনভাবে কবুল করেন যে, এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই নবম হিজরীর রমযান মাসে সকল তায়েফবাসী মুসলমান হয়ে যায়।

হুনায়নের গণিমতের মাল বণ্টনের কথাও উল্লেখ পাওয়া যায়। গণিমতের মাল হিসেবে চব্বিশ হাজার উট, চল্লিশ হাজারেরও বেশি ভেড়া-ছাগল, চার হাজার অওকিয়া রূপা, যা প্রায় ৪৯০ কিলোগ্রাম এর সমপরিমাণ হস্তগত হয়। এর আগে মুসলমানরা কখনো এত বিপুল পরিমাণ গণিমতের মাল লাভ করে নি। এমন মুহূর্তেও মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের তরবীয়তের প্রতি এতটাই যত্নবান ছিলেন যে, গণিমতের মাল বণ্টনের আগে তিনি ঘোষণা করেন, এই গণিমতের মাল থেকে খুমুস (পাঁচ ভাগের এক ভাগ) ছাড়া আমার অংশে ততটুকুই থাকবে যতটুকু তোমাদের প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত হবে। আর সেই খুমুসও শেষ পর্যন্ত তোমাদের কাছেই ফিরে যাবে। তারপর তিনি (সা.) বলেন, সুই-সুতা বা তার চেয়েও ছোটো কোনো জিনিস কেউ অনুমতি ছাড়া মালে মণিমত থেকে নিয়ে থাকলে সে যেন তা ফেরত দিয়ে দেয়। খেয়ানত থেকে বেঁচে থাকো, কারণ কিয়ামতের দিন খেয়ানত ঐব্যক্তির জন্য লজ্জা ও কলঙ্কের কারণ হবে। একথা শুনে এক সাহাবী উটের পশম দিয়ে বোনা একটি দড়ির গুচ্ছ নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, আমি ছিঁড়ে যাওয়া জীন (ঘোড়া বা উটের পিঠে বসার আসন) সেলাই করার জন্য গণিমতের মাল থেকে এক টুকরো সুতা নিয়েছিলাম। মহানবী (সা.) গণিমতের মাল বণ্টনের সময় মানুষের মন জয় করার দিকটিও বিশেষভাবে খেয়াল রেখেছিলেন। তাই তিনি বিভিন্ন গোত্রের নেতা ও প্রধানদেরকেও গণিমতের মাল প্রদান করেন। এসব নেতা তাদের নিজ নিজ গোত্রে বিশেষ সম্মানের অধিকারী ছিল। তিনি (সা.) তাদেরকে ১০০টি বা ৫০টি করে উট দান করেছিলেন বলে জানা যায়।

এরপর মহানবী (সা.) হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা.)-কে নির্দেশ দেন, তিনি যেন বাকি লোকদেরও ডেকে আনেন। তারপর তিনি (সা.) লোকদের মধ্যে গণিমতের মাল বণ্টন করেন।

প্রত্যেকের ভাগে চারটি উট বা চল্লিশটি করে ছাগল জোটে। মহানবী (সা.) কুরাইশকে গণিমতের মাল দেয়ার একটি কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমি কুরাইশের মাঝে তা দান করে তাদের মন জয় করতে চেয়েছি, কেননা অল্প কিছুদিন পূর্বে কাফিরদের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে। সে সময় কতিপয় মুনাফিক গণিমতের মাল বণ্টন নিয়ে আপত্তি করে এবং এ অভিযোগ তোলে যে, নাঊযুবিল্লাহ্ তিনি (সা.) গণিমতের মাল বণ্টনে ন্যায়বিচার করেন নি এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির প্রতিও খেয়াল রাখেন নি। একথা শুনে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চেহারা লাল হয়ে যায়। তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলও যদি ন্যায়বিচার না করেন তবে কে আছে যে ন্যায়বিচার করতে পারে? এরপর তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ আমার ভাই মূসা (আ.)-এর প্রতি কৃপা করুন। তাঁকে এর চেয়েও বড়ো বড়ো কষ্ট দেওয়া হয়েছিল এবং তিনিও ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। এরপর আরেক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বণ্টন নিয়ে আপত্তি তোলে। তখন তিনি (সা.) বলেন, **তোমার অমঙ্গল হোক! যদি আমার কাছেও ন্যায় না থাকে তবে কার কাছে আছে?** হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) দাঁড়িয়ে নিবেদন করেন, অনুমতি দিলে এখনই এর শিরোচ্ছেদ করা হবে। মহানবী (সা.) **বলেন, না। হতে পারে সে নামায পড়ে**। এতে খালিদ (রা.) বলেন, **কোনো নামাযী কি এমন কোনো কথা বলতে পারে যা তার অন্তরে নেই?** তিনি (সা.) বলেন, **হে খালিদ! আমাকে এ আদেশ দেওয়া হয় নি যে, আমি মানুষের মন হৃদয় চিরে দেখবো।**

খুতবার শেষে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, এই যদ্ধাভিযানের বাকি অংশ আগামীতে বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)